মহেন্দ্রন

বনাম

তামিল নাড়ু রাজ্য

(২০১০ সালের ১২৬৬ নং ফৌজদারি আপিল)

২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

[সঞ্জয় কিষাণ কৌল এবং হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতিদ্বয়]

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ১৪১, ১৪৯, ৩০২ এবং ৩২৬ – পিডাব্লিউ১-এর (পুত্রবধূ) বিবৃতি, যিনি 'এম'-এর জামাতা, যে ১৯৯৪ সালের ১২ই মার্চ তার বাবার সাথে নাঙ্গারারি যাওয়ার সময়, অন্ধকারের কারণে তারা তার শ্বশুরবাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় – তিনি জানান যে তার শ্বশুর তার এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেকার বিরোধের কথা জানিয়েছিলেন – ১৯৯৪ সালের ১৩ই মার্চ সকাল আনুমানিক ৭:৩০ মিনিটে, তিনি এবং তার শ্বশুর বাইরে এসে দেখেন কী হয়েছে – এ-১ থেকে এ-৯ পর্যন্ত পাথর এবং কাস্তে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল – এ-১ টিনের পাত্র থেকে কেরোসিন ঢেলে দেয় এবং এ-২ পিডাব্লিউ১-এর শ্বশুরের কুঁড়েঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় – পিডাব্লিউ১-এর শ্বশুর বাড়ির পিছন দিকে দৌড়ান – অভিযুক্তরা তার মাথায় কাস্তে দিয়ে আঘাত করে – পিডাব্লিউ১-এর শ্বশুর মারা যান – ২৪ জন ব্যক্তির বিচার হয় – বিচার আদালত শুধুমাত্র অভিযুক্ত নং ১-১০ এবং ১২-১৫ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে রায় দেয়, অভিযুক্ত নং ১১ এবং ১৬-২৪ কে খালাস দেয় – উচ্চ আদালত অভিযুক্ত নং ১০ এবং ১২-১৫ কে সন্দেহের সুবিধা দিয়ে খালাস দেয় – অভিযুক্ত নং ১-৯ (৮ ও ৯ আপিল চলাকালীন মারা যায়) এর আপিলের ভিত্তিতে রায় দেওয়া হয়: ঘটনার পরপরই লিপিবদ্ধ করা এফআইআর-এ আপিলকারীদের উপস্থিতি প্রকাশ করা হয়েছিল – অভিযুক্ত আপিলকারীদের মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে বলে মনে করার কোনও কারণ নেই – অভিযোগকারী সাক্ষী পিডাব্লিউ১, পিডাব্লিউ২ এবং পিডাব্লিউ৩ স্পষ্টভাবে প্রতিটি আপিলকারীর ভূমিকা বর্ণনা করেছেন, যার ফলে পিডাব্লিউ১-এর শ্বশুরের জীবনহানি ঘটেছে – এই বিবৃতি পিডাব্লিউ৫ (পিডাব্লিউ১-এর শাশুড়ি) দ্বারা সমর্থিত – সমস্ত আপিলকারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ রেকর্ড অনুযায়ী প্রমাণিত – নিম্ন আদালতগুলো উভয়ই দেখেছে যে, আপিলকারীদের মৃত ব্যক্তির কুঁড়েঘর পোড়ানো এবং কাস্তে দিয়ে আক্রমণ করার সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল, কারণ মৃত ব্যক্তি পঞ্চায়েতের কাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিরুদ্ধে ভূমিকা রেখেছিলেন – এ-১ এবং এ-২ ছাড়া অন্যান্য আপিলকারীদের ধারা ৩২৬ এর সাথে ১৪৯ দণ্ডবিধি অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য ভিন্নভাবে বিবেচনা করা যাবে না, কারণ সমস্ত অভিযুক্ত বেআইনি সমাবেশের অংশ ছিল, যা পিডাব্লিউ১-এর শ্বশুরের উপর মারাত্মক আক্রমণে তার জীবন কেড়ে নেয়।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ১৪১ – বেআইনি সমাবেশ – সাধারণ উদ্দেশ্য – আলোচিত।

প্রবাদবাক্য – "একটাতে মিথ্যা, সবগুলোতেই মিথ্যা" – ভারতে এর প্রয়োগ – রায়: এই প্রবাদবাক্যটির ভারতে কোনো প্রয়োগ নেই – শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে বিবৃতির অংশ বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ার কারণে সাক্ষীদের সম্পূর্ণ সাক্ষ্য বাতিল করা যায় না – সাক্ষ্য মূল্যায়নের সাধারণ নীতি হলো, সাক্ষীর সাক্ষ্যের কিছু অংশ মিথ্যা প্রমাণিত হলেও, সম্পূর্ণ সাক্ষ্য বাতিল করা যায় না – সাক্ষী – সাক্ষ্য – মূল্যায়নের সাধারণ নীতি।

রায়/আদেশ – ব্যাখ্যা – আলোচিত।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করে: ১.১) ঘটনার পরপরই সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে পিডাব্লিউ১৯-পুলিশ পরিদর্শক পিডাব্লিউ১-এর বিবৃতি রেকর্ড করেন। পিডাব্লিউ১-এর এফআইআর দায়ের করার সমর্থনে পিডাব্লিউ২ এবং পিডাব্লিউ৩-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে পিডাব্লিউ১ ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করার জন্য থানায় ছিল। সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে এফআইআর দায়ের করার বিষয়ে পিডাব্লিউ১৯-এর সাক্ষ্য জেরা করার সময় বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি এই ধরনের পরামর্শ এবং বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটে নথি আদালতে পাঠানো হয়েছিল বলে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তা অস্বীকার করেন। বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট এই বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষ সংস্করণকে বিশ্বাস করেছে। পিডাব্লিউ১ তার শ্বশুরের শরীরে আঘাতের রসিদ প্রকাশ করে এবং এই পরামর্শ অস্বীকার করে যে সে জানে না কিভাবে তার শ্বশুরকে হত্যা করা হয়েছিল, কিভাবে তার শ্বশুরের কুঁড়েঘরে আগুন দেওয়া হয়েছিল এবং সে নেইকুপ্পাই গ্রামে যায়নি। পুনরায় পরীক্ষায়, সে বলে যে উদ্ধার করা পাঁচটি কাস্তে প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা ছিল; কিছু লম্বা বা ছোট হতে পারে। পিডাব্লিউ১-এর এই ধরনের বিবৃতি পিডাব্লিউ ২ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়, যিনি মৃত ব্যক্তির মতো একই গ্রামের বাসিন্দা। তিনি আরও বলেন যে পিডাব্লিউ ১৩ এবং একটি মানিকমের বাড়ি স্কুল রাস্তায় অবস্থিত, যার একটি উত্তরমুখী এবং অন্যটি দক্ষিণমুখী এবং অর্ধেক ফার্লং দূরত্বে অবস্থিত।ঘটনার সময় মানিকমের বাড়ি তালাবদ্ধ ছিল এবং লোকেরা পিডাব্লিউ ১৩-এর বাড়ি থেকে মানিকমের বাড়িতে ছুটে এসেছিল। পিডাব্লিউএস-এর বিবৃতি অনুরূপ যে এ-১ মৃত ব্যক্তির কুঁড়েঘরের ছাদে একটি টিনের পাত্র থেকে কেরোসিন ঢেলেছিল এবং এ-২ কুঁড়েঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এমনকি পিডাব্লিউ ৫-এর স্ত্রীও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে এ-১ কেরোসিন ঢেলেছিল এবং এ-২ ম্যাচস্টিক জ্বালিয়েছিল। সে বলল যে আরও

বিশ-ত্রিশ জন লোক দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি যে অন্য অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করেননি, তা আপিলকারীদের ভূমিকাকে দোষমুক্ত করবে না, কারণ তাদের উপস্থিতি আরও তিনজন রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষী অর্থাৎ পিডাব্লিউ১, পিডাব্লিউ২ এবং পিডাব্লিউ৩ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। ঘটনার জায়গায় রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা পরীক্ষিত সাক্ষীদের উপস্থিতি দুটি আদালতের সাক্ষ্যের প্রশংসার উপর ভিত্তি করে। এটি পাওয়া যায় না যে এই ধরনের প্রশংসা বিকৃত বা সম্পূর্ণ অসমর্থনীয় যা বর্তমান আপিলগুলিতে হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দিতে পারে। তার দ্বারা ব্যাখ্যা করা পরিস্থিতিতে পিডাব্লিউ১ তার শ্বশুরের সাথে থাকবে বলে মনে করার কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই।[অনুচ্ছেদ ২৬ – ৩০][৩৯৭ – এ – এইছ; ৩৯৮ – এ – বি]

১.২) ঘটনার পরপরই এফআইআর দায়ের করা হয় যখন একই গ্রামের বাসিন্দা পিডাব্লিউ২ এবং পিডাব্লিউ৩ থানায় পৌঁছয়। অতএব, পিডাব্লিউ১ অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজনের বাবার নাম মনে করতে না পারার বিষয়টি রাষ্ট্রপক্ষের দায়ের করা মামলার উপর সন্দেহ সৃষ্টি করবে না।[অনুচ্ছেদ ৩৪][৩৯৯ – ডি]

১.৩) বিচার আদালত খুঁজে পেয়েছে যে কিছু অসঙ্গতি উপলব্ধি বা পর্যবেক্ষণের ছোটখাটো ত্রুটির কারণে বা স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার কারণে হতে পারে। ঘটনার ছয় বছরেরও বেশি সময় পরে সাক্ষীদের পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই যুক্তি যে পুরো মামলাটি মিথ্যা ভিত্তিক এবং তাই আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য নির্ভরযোগ্য নয়, তা টেকসই নয়। এটি ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে *"একটাতে মিথ্যা, সবগুলোতেই মিথ্যা"* উক্তিটির ভারতে কোনও প্রয়োগ নেই। এই কারণে যে সাক্ষীর বক্তব্যের কিছু অংশ বিচার আদালত বা হাইকোর্ট গ্রহণ করেনি। অতএব, সাক্ষীদের পুরো সাক্ষ্য হতে পারে না। শুধুমাত্র বাতিল করা হয়েছে কারণ, কিছু দিক থেকে, বিবৃতির কিছু অংশ বিশ্বাস করা হয়নি।[অনুচ্ছেদ ৩৭ – ৩৯][৪০০ – বি – ডি ; ৪০২ – ই]

১.৪) যদি সাক্ষী নির্ভরযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য হয় তবে পুরো বিবৃতিটি বাতিল করা যাবে না। প্রমাণের প্রশংসার সাধারণ নীতি হল যে, সাক্ষীর প্রমাণের কিছু অংশ মিথ্যা প্রমাণিত হলেও, সাক্ষীর পুরো সাক্ষ্যটি বাতিল করা যাবে না। প্রদর্শনী পি.৬ হল এ-১-এর একটি প্রকাশ বিবৃতি, যেখানে, প্রদর্শনী পি.৮ হল এ-১০, এ-২১, একটি 'এন.আর' (মৃত), এ-২২ এবং এ-২৪-এর প্রকাশ বিবৃতি। একজন অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ভিত্তিতেই এই ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, বরং অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ভিত্তিতে একটি

সাধারণ পুনরুদ্ধার স্মারকলিপি তৈরি করা হয়েছিল। ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্রের পুনরুদ্ধারের মেমো রাষ্ট্রপক্ষের গল্পের উপর সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না। ডিডব্লিউ৪ হলেন কুড়াবাসাল সরকারি হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ঘটনার তারিখে ডাক্তাররা ডিউটিতে ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে সকাল ৭:৩০ থেকে বহির্বিভাগ ওয়ার্ডে ডাক্তার 'জি' ডিউটিতে ছিলেন। সেই দিন বিকেল ৩:০০ থেকে ৫:০০ পর্যন্ত বহির্বিভাগ ওয়ার্ডে কোনও ডিউটি ছিল না। রেকর্ডে দেওয়া হিসাবে, কুড়াবাসাল গ্রামটি তিরুভারুরের পথে পড়ে এবং ডাক্তার উপলব্ধ না থাকায়, আহতদের তিরুভারুর সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা করা হয়েছিল। পিডাব্লিউ১৭-ডাক্তার 'আর'-এর সাক্ষ্য এই ভিত্তিতে প্রশ্ন করা হয়নি যে কুড়াবাসাল হাসপাতালে ডাক্তার উপলব্ধ ছিলেন এবং সেখানেও আঘাত পরীক্ষা করা উচিত ছিল। সাক্ষীকে শুধুমাত্র এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে আঘাতগুলি তার পরীক্ষা করার এক ঘণ্টার মধ্যে হতে পারে। আঘাতের সম্ভাবনা একটি মতামত, যা ১৩.৩.১৯৯৪-এর সেই দুর্ভাগ্যজনক সকালে আঘাত পাওয়ার বিষয়ে সাক্ষীর প্রাথমিক বিবৃতিকে খণ্ডন করতে পারে না। রাষ্ট্রপক্ষ এ-১ এবং এ-২ দ্বারা পালন করা সক্রিয় ভূমিকা প্রমাণ করেছে। মুরুগাইয়ানকে গণপিটুনি দেওয়া জনতার অংশ হিসাবে ঘটনার সময় অন্যান্য অভিযুক্তদের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। মৃতদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। ঘটনার পরপরই লিপিবদ্ধ করা প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে আপিলকারীদের উপস্থিতি প্রকাশ করা হয়েছিল। তাই, অভিযুক্ত আপিলকারীদের মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী পিডাব্লিউ১, পিডাব্লিউ২ এবং পিডাব্লিউ৩ স্পষ্টভাবে প্রতিটি আপিলকারীর ভূমিকা বর্ণনা করেছেন, যা মৃত ব্যক্তির জীবন কেড়ে নিয়েছে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পিডাব্লিউ৫-এর সাক্ষ্যে এই বিবৃতি সমর্থিত, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে এ-১ কেরোসিন ঢেলেছিল এবং এ-২ বিশ-ত্রিশ জন অন্যান্য ব্যক্তির সাথে মিলে দিয়াশলাই জ্বালিয়েছিল। তাই, সমস্ত আপিলকারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ রেকর্ড অনুযায়ী প্রমাণিত হয়েছে।[অনুচ্ছেদ ৪০, ৪২ – ৪৬][৪০৩ – বি – এইচ; ৪০৪ – এ – ডি]

১.৫) এই যুক্তিতে কোনো সারবত্তা নেই যে, পিডাব্লিউ৫ দ্বারা এ-১ এবং এ-২ ছাড়া অন্যান্য আপিলকারীদের প্রতি কোনো প্রকাশ্য কাজ আরোপিত না হওয়ার কারণে, সমস্ত আপিলকারীদের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল বলা যায় না। এমনকি পিডাব্লিউ৫ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে এ-১ এবং এ-২ বিশ-ত্রিশ জন অন্যান্য লোকের সাথে ছিলেন। যদিও তিনি অন্যান্য অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করেননি,

তবে পিডাব্লিউ১, পিডাব্লিউ২ এবং পিডাব্লিউ৩ দ্বারা অন্যান্য অভিযুক্তদের বিশেষভাবে নাম উল্লেখ করার ঘটনা স্পষ্টভাবে দেখায় যে সমস্ত অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তির কুঁড়েঘরে আক্রমণ করতে এবং তারপর তার জীবন নিতে একটি দল হিসাবে এসেছিল। সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য আক্রমণের আগে পূর্ব পরিকল্পনা এবং মনের সাধারণ মিলের প্রয়োজন হয় না। যদি পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি সমাবেশ হিসাবে কাজ করে তবে এটি যথেষ্ট। একটি সমাবেশের "সাধারণ উদ্দেশ্য" এর সদস্যদের কাজ এবং ভাষা থেকে এবং সমস্ত পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে হবে।[অনুচ্ছেদ ৪৭, ৫১][৪০৪ – ডি, ই ; ৪০৫ – এফ , জি]

১.৬) একটি নির্দিষ্ট মামলার তথ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় আদেশ দেওয়া হয়। একটি অতিরিক্ত বা ভিন্ন তথ্য দুটি মামলার সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারে, তাই প্রতিটি মামলায় অভিযুক্তের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল কি না তা নির্ভর করবে সেই নির্দিষ্ট মামলার তথ্যের সমষ্টিগত প্রভাবের উপর। বর্তমান ক্ষেত্রে, নীচের উভয় আদালতে দেখা গেছে যে মৃত ব্যক্তির কুঁড়েঘর পোড়ানো এবং মৃত ব্যক্তির উপর কাস্তে (কাস্তে) দিয়ে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের সাধারণ উদ্দেশ্য রয়েছে। অতএব, এ-১ এবং এ-২ ব্যতীত অন্য আবেদনকারীদের আইপিসি ধারা ১৪৯-এর সাথে পঠিত ধারা ৩২৬-এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য আলাদাভাবে বিবেচনা করা যাবে না কারণ সমস্ত অভিযুক্ত বেআইনী সমাবেশের অংশ ছিল যা ১৩.০৩.১৯৯৪-এর দুর্ভাগ্যজনক সকালে একটি হত্যাকারী আক্রমণে মৃতের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।[অনুচ্ছেদ ৫৩ , ৫৪][৪০৭ – এফ – এইছ ; ৪০৮ – এ , বি]

রাম লক্ষ্মণ বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০১৬) ১২ এস. সি. সি ৩৮৯ - প্রয়োগযোগ্য নয়।

নৌশাদ ওরফে নৌশাদ পাশা এবং অন্যান্যরা বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০১৫) ২ এস. সি. সি ৫১৩; সুরজ মাল বনাম রাজ্য (দিল্লি প্রশাসন) (১৯৭৯) ৪ এস. সি. সি ৭২৫; জোসেফ বনাম রাজ্য, পুলিশ পরিদর্শক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব (২০১৮) ১২ এস. সি. সি ২৮৩:১২০১৭] ২ এস. সি. আর ৪৫২; নাজাভাই দেশুরভাই ওয়াঘ বনাম ভালেরাভাই দেগনভাই এবং অন্যান্যরা (২০১৭) ৩ এস. সি. সি ২৬১; গঙ্গাধর বেহরা এবং অন্যান্যরা বনাম উড়িষ্যা রাজ্য (২০০২) ৮ এস. সি. সি ৩৮১: [২০০২] ৩ সম্পূরক এস. সি. আর ১৮৩; সঞ্জীব কুমার গুপ্ত বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১৫) ১১ এস. সি. সি ৬৯: [২০১৫] ৫ এস. সি. সি ১২২-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

(২০১৬) ১২ এসসিসি ৩৮৯	অপ্রযোজ্য বলে বিবেচিত	অনুচ্ছেদ ১৫
(২০১৫) ২ এসসিসি ৫১৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৫
(১৯৭৯) ৪ এসসিসি ৭২৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৫
[২০১৭] ১২ এসসিআর ৪৫২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৯
(২০১৭) ৩ এসসিসি ২৬১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০০২] ৩ সম্পূরক এসসিআর ১৮৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১৫] ৫ এসসিআর ১২২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৪

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১০ সালের ১২৬৬ নং ফৌজদারি আপিল।

২০০১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৫৮৬-এ মাদ্রাজ হাইকোর্টের (মাদুরাই বেঞ্চ) ২৬.০৯.২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্‌ভুত।

সঙ্গে

২০১০ সালের ১২৬০ নং ফৌজদারি আপিল সহ।

ভি. কে. শুক্লা, সুশ্রী ভি. মোহনা, প্রবীণ আইনজীবী, পি. বি. সুরেশ, বিপিন নায়ার, কার্তিক জয়শঙ্কর, উদয়াদিত্য ব্যানার্জি, আপিলকারীর পক্ষের আইনজীবী।

এম. যোগেশ কান্না, এস. পার্থ সারথি, এস. রাজা রাজেশ্বরণ, উত্তদাতার পক্ষের আইনজীবী।

'আদালতের রায় প্রদান করেন

হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি। মহেন্দ্রন (অভিযুক্ত নং ৩) কর্তৃক দায়ের করা ফৌজদারি আপিল নং ১২৬৬, ২০২০ এবং রবি (অভিযুক্ত নং ১), সিঙ্গারাভেলু (অভিযুক্ত নং ২), আইয়াপ্পান (অভিযুক্ত নং ৪), রাজেন্দ্রন (অভিযুক্ত নং ৫), সেলভারাজ (অভিযুক্ত নং ৬), করুণাকরণ (অভিযুক্ত নং ৭), অরুণাচলম (অভিযুক্ত নং ৮) এবং সুন্দরমূর্তি (অভিযুক্ত নং ৯) কর্তৃক দায়ের করা ফৌজদারি আপিল নং ১২৬০, ২০২০ মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চের ২৬.০৯.২০০৮ তারিখের একটি সাধারণ রায় থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে। হাইকোর্ট মোহন (অভিযুক্ত নং ১০), রবি (অভিযুক্ত নং ১২), পি. মোহন (অভিযুক্ত নং ১৩), পালানিভেল থেভার (অভিযুক্ত নং ১৪) এবং কান্নান (অভিযুক্ত নং ১৫) কে সন্দেহের সুবিধা দিয়ে সমস্ত অভিযোগ থেকে খালাস দিয়েছে। বিচার আদালতের সামনে তাদের অবস্থানের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের উল্লেখ করা হয়েছে।

২) বিচার প্রক্রিয়ায় অভিযুক্ত ২৪ জন ব্যক্তিকে বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল, তবে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত শুধুমাত্র অভিযুক্ত নং ১-১০ এবং ১২-১৫ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তাদের সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য আদেশ অনুযায়ী কারাদণ্ড প্রদান করেন। অন্যদিকে, মনিবাসাগম (অভিযুক্ত নং ১১), গণপতি (অভিযুক্ত নং ১৬), মুরুগানন্দম (অভিযুক্ত নং ১৭), সরবনন (অভিযুক্ত নং ১৮), কাঠিয়াহ (অভিযুক্ত নং ১৯), মাইলাইয়াম (অভিযুক্ত নং ২০), সুব্বাইয়ান (অভিযুক্ত নং ২১), সনথানম (অভিযুক্ত নং ২২), মারিয়াপ্পন (অভিযুক্ত নং ২৩) এবং কন্নন (অভিযুক্ত নং ২৪) খালাসপ্রাপ্ত হন।

৩) আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেছেন যে আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন ৮ এবং ৯ নম্বর অভিযুক্ত মারা গেছেন। ফলস্বরূপ, আবেদনগুলি কেবল অভিযুক্ত নম্বর। থেকে ৭ পর্যন্ত রয়ে গেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন বালকৃষ্ণন চার্জশিট দাখিল করার আগেই মারা গিয়েছিলেন, তাই দায়ের করা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৪) কুম্ভকোণমের বাসিন্দা এবং মুরুগাইয়ান-মৃতের জামাতা পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তির বক্তব্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি চালু করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে ১২.০৩.১৯৯৪-এ তিনি তাঁর বাবার সাথে নাঙ্গারারি গিয়েছিলেন, কিন্তু অন্ধকারের কারণে তারা নেইকুপ্পাইতে তাঁর শ্বশুরের বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৫) তিনি বলেছিলেন যে, তার শ্বশুর সেই সন্ধ্যায় তার এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেকার বিবাদের কথা জানান, এবং সেই বিবাদ তীব্র হচ্ছিল এবং পিলাইয়ার স্ট্রিটের খড়ের ঘরে কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে, এই বিষয়ে একটি পঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি পুলিশকে জানাননি। তিনি বলেছিলেন যে, ১৩.০৩.১৯৯৪ তারিখে সকাল প্রায় ৭:৩০ টায়, যখন তার বাবা চা খেতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তার বাসস্থানে শব্দ শুনতে পান। তিনি এবং তার শ্বশুর কি হয়েছে দেখতে বাইরে আসেন। সেই সময়, এ-১ থেকে এ-৯ এবং রামাইয়া কোনুরের ছেলে বালাকৃষ্ণান (বর্তমানে মৃত) পাথর এবং আরুভাল (কাস্তে) নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা চিৎকার করে বলে, "যতক্ষণ তোমরা বেঁচে থাকবে, ততক্ষণ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বাঁচতে দেবে না এবং আমরাও তোমাদের জীবিত ছাড়ব না।" সেই সময়, রবি (এ-১) টিনের পাত্র থেকে কেরোসিন ঢেলে দেয় এবং সিঙ্গারাভেলু (এ-২) ছাদে আগুন লাগিয়ে দেয়। কুঁড়েঘরটি দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। তার শ্বশুর প্রাণের ভয়ে বাড়ির পিছনের দিকে দৌড়ে যান। তিনিও তার পিছনে দৌড়ে যান। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি কেন দৌড়াচ্ছেন? মুরুগাইয়ান স্কুল স্ট্রিটের নাপিত মহালিঙ্গমের বাড়ির দিকে দৌড়ে যান। কিন্তু অভিযুক্তরা মুরুগাইয়ানের মাথায় কাস্তে দিয়ে আঘাত করে, তার মাথা, হাত, পা এবং পিঠে আঘাত করে। তার শ্বশুর, মুরুগাইয়ান, পিডাব্লিউ১৩-মহালিঙ্গমের বাড়ির সামনে রক্তে ভেসে পড়ে ছিলেন, তার

উভয় পা এবং কাঁধে আঘাত ছিল। মুরুগাইয়ানের চারপাশে প্রায় ১০০ জন হিন্দু বর্ণের মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় পিডাব্লিউ ৩-রমেশ এবং পিডাব্লিউ ২-রাজা এসেছিলেন কিন্তু পাথরের আঘাতে তাঁরা পালিয়ে যান। তিনিও কেউ না দেখে পালিয়ে যান। এই বক্তব্যের ভিত্তিতে সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে দশ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রসারণ পি-১৩ এফআইআর দায়ের করা হয়।

৬) পিডাব্লিউ১৯-রামকৃষ্ণন হলেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ পরিদর্শক, যিনি বিবৃতির ভিত্তিতে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (এফআইআর) নথিভুক্ত করেছিলেন। তাকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি সকাল ৯:৩০ মিনিটে তিরুভারুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফআইআর পাঠান। এরপর তিনি নেইকুপ্পাই গ্রামের ঘটনাস্থলে যান। মুরুগাইয়ানের বাড়ির সামনের একটি স্থানের স্কেচ প্রদর্শনী পি.১৮ তৈরি করা হয়েছিল এবং একটি পর্যবেক্ষণ মেমো প্রদর্শনী পি.২ তৈরি করা হয়েছিল। তিনি সেই দিনের ১০:২০ মিনিটে মৃতদেহ যেখানে পড়ে ছিল সেই স্থানটি দেখার পরে স্কেচ প্রদর্শনী পি.১৯ এবং পর্যবেক্ষণ মেমো প্রদর্শনী পি.৩ তৈরি করেন। তিনি ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী পি.৩০ তৈরি করেন এবং ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ পাঠান। তিনি তদন্তের জন্য তথ্যদাতা পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি, পিডাব্লিউ২-রাজা, পিডাব্লিউ৩-রমেশ, পিডাব্লিউ৪-রাবণন এবং মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পিডাব্লিউ৫-লক্ষ্মীকে যুক্ত করেন এবং তাদের বিবৃতি রেকর্ড করেন। তিনি পিডাব্লিউ৬-শঙ্করন এবং মারিয়াপ্পান (এ-২৩) কেও যুক্ত করেন এবং তাদের বিবৃতি রেকর্ড করেন। তিনি প্রায় ১৬১৫ ঘটিকায় পোড়া বাঁশের টুকরা, পোড়া নারকেল পাতার বেড়া, লাল, নীল, সাদা এবং সবুজ রঙের একটি পোড়া পলিয়েস্টার শাড়ি, একটি পোড়া স্প্রেয়ার অগ্রভাগ এবং কিছু পোড়া ধান এবং পোড়া গাড়ি থেকে নেওয়া একটি তক্তা উদ্ধার করেন, যা প্রদর্শনী পি.৪ এ রেকর্ড করা হয়েছে। সেখানে উল্লিখিত উপকরণগুলি প্রদর্শনী পি.৪ হল এম.ও. ১০ থেকে ১৫। তিনি মহালিঙ্গমের বাড়ির পশ্চিমে বসার জায়গা থেকে রক্তের দাগও দখলে নেন; উপরের এলাকা থেকে রক্তের দাগ ছাড়া একটি নমুনা মাটি স্ক্র্যাচ করা হয়; মুরুগাইয়ানের মৃতদেহ যেখানে পড়ে ছিল সেখান থেকে রক্তমাখা মাটি নেওয়া হয় এবং একই স্থান থেকে রক্তের দাগ ছাড়া মাটিও নেওয়া হয়। তিনি তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য অন্য কিছু সাক্ষীকেও যুক্ত করেন।

৭) এটি ছিল ১৩.৩.১৯৯৪-এ, তথ্যদাতা গণেশমূর্তির দ্বারা প্রাথমিকভাবে উল্লিখিত দশজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অভিযুক্ত রবি (এ-১)-এর প্রকাশ বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছিল, এবং প্রকাশের বিবৃতির ভিত্তিতে এ-১ থেকে এ-৫ এবং বালাকৃষ্ণন থেকে পাঁচটি কাস্তে উদ্ধার করা হয়েছিল, যেখানে এ-৬ থেকে এ-৯ পর্যন্ত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বাঁশের লাঠি উদ্ধার করা হয়েছিল। ১৫.০৩.১৯৯৪-এ, তিনি অন্যান্য অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছিলেন যারা খালাস পেয়েছিল, তাই, বর্তমান আপিলের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক নয়। জেরায় তিনি অস্বীকার করেন যে অভিযোগের প্রদর্শনী পি.১ উল্লেখিত সময়ে নথিভুক্ত করা হয়নি এবং আলোচনার পর এটি প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং

এফআইআর প্রদর্শনী পি.১৩ সেদিন বিকেল ৪.০০ টার দিকে আদালতে পাঠানো হয়েছিল। তিনি মৃত মুরুগাইয়ানকে তফসিলি জাতির বলে বর্ণনা করেন এবং অস্বীকার করেন যে মৃতদেহটি মানিকমের বাড়ির কাছে বসার জায়গায় পড়ে ছিল। তিনি পিডাব্লিউ ১৩-কে যুক্ত করেন-মহালিঙ্গম, তাঁর স্ত্রী 'থেইভাকানি, কন্যা রাজি, ছেলে সেলভাম তদন্ত চলাকালীন এবং তাদের বক্তব্য রেকর্ড করেন। তবে তিনি বলেছিলেন যে এই ব্যক্তিদের দ্বারা উল্লিখিত হিসাবে তিনি মানিকমের বাড়িতে যাননি। তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল। অভিযুক্ত দোষী নয় বলে দাবি করে এবং বিচার দাবি করে।

৮. মুরুগাইয়ানের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করেছিলেন পিডাব্লিউ ১৭-ডাঃ রাজুল, তিনি মৃত ব্যক্তির উপর নিম্নলিখিত বাহ্যিক আঘাতগুলি খুঁজে পেয়েছেনঃ-

"১.৬" লম্বা উপবৃত্তাকার, অনুভূমিক কাটা আঘাত, ত্বকের পরিষ্কার কাটা প্রান্ত সহ, বাম ম্যান্ডিবলের কোণ থেকে প্রসারিত, বাম ঘাড়ের আড়াআড়ি, মেরুদণ্ডের পার্শ্বীয় প্রক্রিয়া পর্যন্ত। "সি২", মাস্টয়েড জড়িত না করে হাড়ের উপর কালো রক্ত জমাট বাঁধা পরিষ্কার করা। স্টারনো ক্লিডো মাস্টয়েড পেশী এবং ঘাড়ের শিরা এবং ক্যারোটিড ধমনী কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

২) ১" নীচের আঘাত নং (১) একই রকম কাটা আঘাত অনুভূমিক, অ্যাডামস অ্যাপেল থেকে ঘাড়ের বাম দিক থেকে সি ৫ মেরুদণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত, পিছনের পার্শ্বীয় প্রক্রিয়া "৬" দীর্ঘ, এর গভীরতা প্রসারিত, স্টারনো-মাস্টয়েড পেশী এবং জগুলার শিরা এবং সাধারণ ক্যারোটিড ধমনী কেটে প্রচুর পরিমাণে কালো রক্ত ঝরছে।

৩) একই ধরনের কাটা আঘাত ৩ "দীর্ঘ অনুভূমিক এবং ১" আঘাতের নিচে নং ২ ঘাড়ের মূলে ক্ল্যাভিকল হাড়ের বাম অংশের সাথে জড়িত।

৪) বাম স্ক্যাপুলার উপর অনিয়মিত প্রান্তযুক্ত ২ "x ১" x '৪ "ছিদ্রযুক্ত প্রান্তযুক্ত ঘর্ষণ।

৫) ১০ "পরিষ্কার প্রান্ত সহ দীর্ঘ ক্ষতবিক্ষত আঘাত খুব উপরিতলের বাম স্তন থেকে ডান পাঁজর জুড়ে দুটি প্যাকেটের আঘাতের সাথে তির্যকভাবে চলছে ১" গভীরভাবে একই লাইনে পড়ে এবং এর মধ্যে ৩ "ফাঁক রয়েছে। এই আঘাতটি হৃদয়, ফুসফুস এবং পেটের ভিসেরার সাথে জড়িত নয়

৬) কাটা আঘাত, ৪ "লম্বা অনুভূমিক এবং বাম উরুর পার্শ্বীয় দিক, ৪" হাঁটুর জয়েন্টের উপরে কেবল ফিমার হাড়কে আলিঙ্গন করে।

৭) বাম হাঁটুর গাঁটের নীচে অনুরূপ আঘাত ৪ "জেগের পার্শ্বীয় দিকে দীর্ঘ, টিবিয়া এবং ফিবুলার হাড় সম্পূর্ণরূপে কেটে ফেলা,

৮) ২ "আঘাতের নিচে নং (৭), ৩" পার্শ্বীয় দিকে দীর্ঘ কাটা আঘাত, ২ ", গভীর।

৯) বাম কব্জির সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নকরণ, হাতকে তার জয়েন্টগুলি থেকে পৃথক করে, রেডিয়াল এবং উলনার ধমনী কেটে ফেলা, মাত্র ১/২ "প্রশস্ত-ত্বক" ফাঁকটি পূরণ করে।

১০) শরীরের ডান দিকে শুধুমাত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা কাটা আঘাত পাওয়া যায়, যা কাঁধের সামনের দিক থেকে কাঁধের উপর দিয়ে চলে যায় এবং বাইসেপস পেশীর কোমল সন্নিবেশ কেটে হিউমেরাস হাড়ের মাথা কেটে দেয়।

অন্যান্যরাঃ

মস্তিষ্ক ফ্যাকাশে হয়ে যায় না। মাথার খুলির হাড়, মেরুদণ্ড, মেরুদণ্ড ভেঙে যায় না। পেট, প্লীহা, লিভার, কিডনি এবং ফুসফুস ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তবে আহত হয় না। হৃদপিণ্ডে কোনও আঘাত নেই। সমস্ত বাম কক্ষগুলি সামান্য জমাট বাঁধার কারণে খালি থাকে।

মৃত্যুর কারণ ছিল আঘাত নং ১ এবং ২, বাম ক্যারোটিড ধমনী এবং জগুলার শিরা কাঁপানোর কারণে, যার ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণ, হাইপার-ভলিউম শক এবং ধারাবাহিকভাবে মৃত্যু ঘটে। তিনি তার ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনটি প্রদর্শনী পি.১৪, হিসাবে উপস্থাপন করেন।

৯) পিডাব্লিউ১৭-ডাঃ রাজুল ১৩.৩.১৯৯৪ তারিখে সন্ধ্যা ৬.০০ টায় তথ্যদাতা পিডাব্লিউ১- গণেশমূর্তিকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, যাকে একই দিনে সকাল ৭.৩০ টায় পাথরের আঘাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। নিম্নলিখিত আঘাতের খবর পাওয়া গেছে:

"১. বাম কানের লতিতে ব্যথা এবং কোমলতা।

২. ঘাড়ের ১" ব্যাসের শোথ সহ ঘর্ষণ।"

১০) পিডাব্লিউ১৭ ডাঃ রাজুল একই দিনে পিডাব্লিউ২-রাজা এবং পিডাব্লিউ৩-রমেশ পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত আঘাতগুলি খুঁজে পান:

"১. ১/২ "ব্যাস সাম্প্রতিক ঘর্ষণ এবং ডান চোখের ভ্রুতে ঘেরা শোথ।"

"১. মাথার বাম মুকুটে রক্ত জমাট বাঁধা ½" ব্যাসের ঘর্ষণ সহ সাম্প্রতিক আঘাত।

২. বাম অর্ধেক পেশীতে কোমলতা।"

১১) অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্য, রাষ্ট্রপক্ষ মৃত ব্যক্তির তথ্যদাতা এবং জামাতা পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি, পিডাব্লিউ২-রাজা, পিডাব্লিউ৩-রমেশ, পিডাব্লিউ৫-লক্ষ্মী এবং পিডাব্লিউ১৩-মহালিঙ্গম, সকলেই নেইকুপ্পাই গ্রামের বাসিন্দা, পিডাব্লিউ৪-রাবণন, নরসিংহমপেট্টাইয়ের বাসিন্দা, কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। উভয় আদালতই আপিলকারীদের দোষী

সাব্যস্ত করার জন্য পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি, পিডাব্লিউ২-রাজা এবং পিডাব্লিউ৩-রমেশের বক্তব্যের উপর নির্ভর করেছে।

১২) আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি ঘটনার সাক্ষী নন, তবে মিথ্যা পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই যুক্তির সমর্থনে যে সাক্ষী ঘটনার জায়গায় উপস্থিত ছিলেন না, নিম্নলিখিত দিকগুলি নির্দেশ করা হয়েছিলঃ-

ক). এটা অবিশ্বাস্য যে জামাই তার শ্বশুরবাড়ির সাথে আরও বেশি থাকবে যখন তার নিজের গ্রাম মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে।

খ). তার প্রথম বিবৃতি, প্রদর্শনী পি.১-এ, তিনি বলেননি যে তিনি আক্রমণকারীদের দ্বারা ছোড়া পাথরের আঘাতে আহত হয়েছেন, অন্যদিকে, তিনি নিজের দ্বারা করা আঘাতের ভিত্তিতে তার উপস্থিতি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যা ডাঃ রাজুল দ্বারা এক ঘন্টার বেশি পুরানো বলে প্রমাণিত হয়নি, যারা সন্ধ্যা ৬.২০ টার দিকে তাকে পরীক্ষা করেছিলেন।

গ). এফআইআরটি পূর্ব-সময়ে করা হয়েছে কারণ কেন এফআইআরটি বিকাল ৪.০০ টায় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল তার কোনও কারণ নেই, কিন্তু সকাল ৯.৩০ টার দিকে পাঠানোর পরপরই নয়। এটা অবিশ্বাস্য যে কনস্টেবল জানতেন না যে ম্যাজিস্ট্রেট রবিবার আদালতে আসবেন না কারণ তিনি অফিসারের বাসভবনে এফআইআরটি জমা দিতে পারতেন।

ঘ). পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি বিবৃতি প্রসারণ পি.১-এ দশজন অভিযুক্তের পিতামাতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু আদালতে তিনি এ৪, এ৬ এবং বালকৃষ্ণনের (যেহেতু মারা গেছেন) পিতামাতার পরিচয় প্রকাশ করতে পারেননি। সুতরাং, পরামর্শের পরে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল, অতএব, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এফআইআর প্রাপ্তিতে বিলম্ব।

১৩) এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে ঘটনার স্থানটি মানিকমের বাড়ির বিপরীত দিকে যেমন পিডাব্লিউ ১৩-মহালিঙ্গম দ্বারা পদচ্যুত করা হয়েছে, তবে রাষ্ট্রপক্ষ মহালিঙ্গমের বাড়ির কাছে ঘটনার স্থানটি স্থানান্তরিত করেছে। যেহেতু ঘটনার স্থানটি পিডাব্লিউ ১৩ মহালিঙ্গমের বিবৃতিতে প্রমাণিত হয়নি, তাই 'ঘটনার পদ্ধতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষ গল্পটি গ্রহণ করা যায় না। এটি বলা হয় যে পিডাব্লিউ ১-গণেশমূর্তি নির্ভরযোগ্য এবং সত্যবাদী সাক্ষী নন, তাই নির্ভরযোগ্যতার অযোগ্য।

১৪) এটাও যুক্তি দেওয়া হয় যে, তদন্তের সময় পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি, পিডাব্লিউ২-রাজা এবং পিডাব্লিউ৩-রমেশ আরও অনেক অভিযুক্তকে জড়িত করেছেন এবং বিবৃতির এই অংশটি সত্যবাদী বলে প্রমাণিত হয়নি যার ফলে অভিযুক্ত নং ১০, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫ আপিলের মাধ্যমে খালাস পাওয়া গেছে, অন্যদিকে, বিজ্ঞ বিচার আদালত নিজেই

কিছু অভিযুক্তকে খালাস দিয়েছে। এইভাবে যুক্তি দেওয়া হয় যে সাক্ষীদের বিবৃতি অবিশ্বস্ত এবং বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছে, তাই আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য এই ধরনের বিবৃতিগুলির উপর নির্ভর করা যায় না,

১৫) আপিলকারীদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী রাম লক্ষ্মণ বনাম রাজস্থান রাজ্য[১], নওশাদ ওরফে নওশাদ পাশা এবং অন্যান্যরা বনাম কর্ণাটক রাজ্য[২] এবং সুরজ মাল বনাম রাজ্য (দিল্লি প্রশাসন)[৩]-এ বর্ণিত রায়গুলির উপর নির্ভর করে যুক্তি দেখান যে যদি সাক্ষীর সাক্ষ্য বিবৃতির অংশের ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত হয়, তবে বিবৃতির অন্য অংশটিকে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার ভিত্তি করা যাবে না।

১৬) যুক্তি দেওয়া হয় যে রবি (এ-১) পিডাব্লিউ৮-ভিরাইয়ানের বিবৃতি অনুসারে ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ২৭ ধারার অধীনে একটি প্রকাশ বিবৃতি ভোগ করেছে এবং পাঁচটি কাস্তে উদ্ধার করেছে, তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা উদ্ধারকৃত অর্থ পাঁচটি ভিন্ন অভিযুক্তদের মধ্যে বিতরণ করেছেন।

১৭) কুদাভাসালে ডাক্তার উপলব্ধ ছিলেন না বলে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের ব্যাখ্যা কুদাভাসাল সরকারি হাসপাতালের ডিডব্লিউ৪-সহকারী ডাক্তার বালাকুমারভেলুর বক্তব্যের ভিত্তিতে বিতর্কিত হয়ে দাঁড়িয়েছে, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ডাক্তার উপলব্ধ ছিলেন। অতএব, ডাক্তারের মতে এক ঘন্টার বেশি আগে আঘাতের ক্ষেত্রে চিকিৎসা পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপক্ষের গল্পকে অসম্মান করে।

১৮) পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি, পিডাব্লিউ২-রাজা এবং পিডাব্লিউ৩-রমেশ সাক্ষীদের দ্বারা আহত হওয়ার খবর অত্যন্ত সন্দেহজনক কারণ তাদের রক্তমাখা জামাকাপড় দুই দিন পরে তদন্তকারী আধিকারিককে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে, যদি তারা ঘটনার তারিখে আহত হয়, তবে রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে ঘটনার দিনই রক্তমাখা জামাকাপড় দখল করা বাধ্যতামূলক ছিল।

১৯) এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে মৃত ব্যক্তির পিডাব্লিউ৫-লক্ষ্মী স্ত্রী রবি (এ-১) এবং সিঙ্গারাভেলু (এ-২) কে কেবল সেই ব্যক্তিরা হিসাবে উল্লেখ করেছেন যারা কেরোসিন ঢেলে ম্যাচ স্টিক জ্বালিয়েছিলেন কিন্তু অন্য অভিযুক্তদের ভূমিকার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেননি। সুতরাং, এ-১ এবং এ-২ ব্যতীত আপিলকারীদের বিরুদ্ধে অন্য কোনও প্রকাশ্য কার্যকলাপের অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, ধারা ৩০২ আইপিসি এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য

---

[১] (২০১৬) ১২ এস. সি. সি ৩৮৯

[২] (২০১৫) ২ এস. সি. সি ৫১৩

[৩] (১৯৭৯) ৪ এস. সি. সি ৭২৫

তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি এবং তাদের ধারা ৩২৬-এর অধীনে অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া যেতে পারে - ধারা ১৪৯ এর সাথে পঠিত। জোসেফ বনাম রাজ্য হিসাবে রিপোর্ট করা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছে, যা পুলিশ পরিদর্শক[৪] এবং নাজাভাই দেশুরভাই ওয়াঘ বনাম ভালেরাভাই ডেগানভাই ওয়াঘ এবং অন্যান্যদের[৫] দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ সাধারণ উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে - যাতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারার অধীনে অপরাধটি প্রমাণিত হয়।

২০) অন্যদিকে, রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন যে, মানিকমের বাড়ির কাছ থেকে পিডাব্লিউ ১৩-মহালিঙ্গমের বাড়ির কাছে ঘটনার স্থান স্থানান্তরের উপর অনেক জোর দেওয়া হয়েছে। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে এটি প্রকৃতপক্ষে ভুল এবং যদি কোনও অসঙ্গতি থাকে তবে তা সামান্য। পিডাব্লিউ ২-রাজার বক্তব্যের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছে যিনি পদচ্যুত করেছিলেন যে মহালিঙ্গম এবং মানিকমের বাড়িগুলি একই রাস্তায় রয়েছে, যার একটির মুখ উত্তর দিকে এবং অন্যটির মুখ দক্ষিণ দিকে, যার অর্থ একে অপরের দিকে মুখ করে এবং তারা অন্যটির কাছ থেকে অর্ধেক ফার্লং অবস্থিত। অতএব, ঘটনার স্থানটি সেই রাস্তায় অবস্থিত, যেখানে পিডাব্লিউ ১৩-মহালিঙ্গম এবং মানিকমের বাড়িগুলি অবস্থিত। মহালিঙ্গমের বাড়ির কাছে ঘটনার স্থান থেকে রক্তমাখা মাটি এবং নমুনা মাটি দখল করা হয়েছে বলে প্রমাণ, তাই, ঘটনার স্থানের ক্ষেত্রে সামান্য অসঙ্গতি অসম্পূর্ণ কারণ ঘটনাটি একই রাস্তায় ঘটে।

২১) এটিও যুক্তি দেওয়া হয় যে পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি, পিডাব্লিউ২-রাজা এবং পিডাব্লিউ৩-রমেশ তাদের আঘাতগুলি ব্যাখ্যা করেছেন যে তাদের প্রমাণের কোন অংশটি তাদের জেরা-এ চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। ডিডব্লিউ৪-বালাকুমারভেলুর বিবৃতি আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার উত্থাপিত যুক্তিকে সমর্থন করে না যেমন সাক্ষী দ্বারা বলা হয়েছে যে চিকিৎসকরা সকাল ৭.৩০ থেকে ১০.৩০ পর্যন্ত আউট-রোগী ওয়ার্ড রোগীদের চিকিৎসা দেন এবং ১০.৩০ থেকে ১২.৩০ পিএম পর্যন্ত রোগীদের চিকিৎসা দেন এবং তারপরে ১২.৩০ পিএম-২টা পর্যন্ত মধ্যাহ্নভোজের বিরতি থাকে। তারপরে, প্রশাসনিক কাজ দুপুর ২.৩০ পর্যন্ত সঞ্চালিত হয়। এইভাবে, সাক্ষীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসাগতভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে।

২২) পিডাব্লিউ২-রাজা অনুসারে, কুম্ভকোণম থেকে রাস্তাটি কুদাভাসাল, পুডুকুড়ি এবং থিরুভারুর পর্যন্ত যায়। সাক্ষী বলেছেন যে পুডুকুড়ি এবং থিরুভারুরের মধ্যে দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার, যেখানে বাস

---

[৪] (২০১৮) ১২ এসসিসি ২৮৩

[৫] (২০১৭) ৩ এসসিসি ২৬১

কুদাভাসাল থেকে তিরুভারুরে পৌঁছাতে পঁচিশ মিনিট সময় লাগবে। অতএব, যে যুক্তি উত্থাপিত হয়েছিল যে পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি তাঁর বাসভবনের নিকটবর্তী একটি হাসপাতাল থেকে তাঁর মেডিকেল রিপোর্টে কারচুপি করেছেন তা সঠিক নয় কারণ তিনি তাঁর গ্রামের অন্যদিকে ভ্রমণ করেছেন কারণ তিরুভারুরে মেডিকো-আইনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২৩) বিজ্ঞ আইনজীবী গঙ্গাধর বেহরা এবং অন্যান্যরা বনাম ওড়িশা রাজ্যের[৬] রায়ে উল্লেখ করেছেন যে ধারা ১৪৯-এর অধীনে অপরাধটি তৈরি করা হয়েছে যদি বেআইনী সমাবেশটি সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নেয় এবং সাধারণ উদ্দেশ্য নয়, যদিও একটি বেআইনী সমাবেশে উপস্থিতি কেবল কোনও ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ করতে পারে না যদি না কোনও সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে। সাধারণ উদ্দেশ্যটি ধারা ১৪১-এ বর্ণিত হিসাবে রয়েছে। বেআইনী সমাবেশের সদস্য বলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কাজ প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। অন্য কথায়, উদ্দেশ্যটি সেই ব্যক্তিদের কাছে সাধারণ হওয়া উচিত, যারা সমাবেশ গঠন করে, অর্থাৎ, তাদের সকলের এটি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত এবং এতে একমত হওয়া উচিত। পারস্পরিক পরামর্শের পরে প্রকাশ্য চুক্তির মাধ্যমে একটি সাধারণ উদ্দেশ্য গঠিত হতে পারে, তবে এটি কোনওভাবেই প্রয়োজনীয় নয়। এটি যে কোনও পর্যায়ে সমাবেশের সমস্ত বা কয়েকজন সদস্য দ্বারা গঠিত হতে পারে এবং অন্যান্য সদস্যরা কেবল যোগ দিতে এবং এটি গ্রহণ করতে পারে।

২৪) সঞ্জীব কুমার গুপ্ত বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য[৭] মামলার রায়ে বলা হয়েছে যে, ধারা ১৪৯-এর দুটি উপাদান রয়েছে (i) পাঁচ বা ততোধিক সদস্যের একটি বেআইনি সমাবেশের যে কোনও সদস্যের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ, এবং (ii) বিধানসভার ১৪১ আই.পি.সি ধারার অধীনে সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য এই ধরনের অপরাধ অবশ্যই করা উচিত বা সেই বিধানসভার সদস্যরা সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের ক্ষেত্রে সংঘটিত হতে পারে বলে জানতেন। 'সাধারণ উদ্দেশ্য'-এর জন্য, বেআইনী সমাবেশের সদস্যদের একটি বৈঠকের অর্থে পূর্ববর্তী কনসার্টের প্রয়োজন নেই।

২৫) গঙ্গাধর বেহরা হিসাবে রিপোর্ট করা রায়ের উপর নির্ভরশীলতা রাখা হয়েছে এই যুক্তি দেওয়ার জন্য যে "একটাতে মিথ্যা, সবগুলোতেই মিথ্যা" উক্তিটির ভারতে কোনও প্রয়োগ নেই এবং সাক্ষীদের মিথ্যাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না, "একটাতে মিথ্যা, সবগুলোতেই মিথ্যা" উক্তিটি সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পায়নি বা এই উক্তিটি আইনের শাসনের মর্যাদা দখল করতে আসেনি। এটি কেবল সতর্কতার নিয়ম।

২৬) প্রথম এবং প্রধান চ্যালেঞ্জ হল পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি-র সাক্ষ্যের প্রতি, কারণ তিনি ঘটনার স্থানে উপস্থিত ছিলেন

---

[৬] (২০০২) ৮ এসসিসি ৩৮১

[৭] (২০১৫) ১১ এসসিসি ৬৯

না এবং এফআইআর-এর তারিখ অনেক আগেই নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা উক্ত যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাইনি। ঘটনার পরপরই পিডাব্লিউ১৯-পুলিশ ইন্সপেক্টর রামকৃষ্ণন সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তির বিবৃতি রেকর্ড করেছিলেন। পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তির এফআইআর দায়ের করার বিষয়টি পিডাব্লিউ২-রাজা এবং পিডাব্লিউ৩-রমেশ সমর্থন করেছেন, যারা দেখেছেন যে পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করার জন্য থানায় ছিলেন, সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে এফআইআর দায়ের করার বিষয়ে পিডাব্লিউ১৯-রামকৃষ্ণনের সাক্ষ্য জেরা চলাকালীন বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি এই ধরনের পরামর্শ এবং প্রস্তাবও অস্বীকার করেছেন যে নথিগুলি বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটে আদালতে পাঠানো হয়েছিল। নথিতে বিশ্বাস না করার মতো কিছুই নেই, তাই বিচার আদালত এবং হাইকোর্টের উক্ত সাক্ষীরা এই বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্যকে বেশি বিশ্বাস করেছেন।

২৭) ঘটনার পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে, পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি জেরা চলাকালীন বলেছিলেন যে নেইকুপ্পাই গ্রামে বিভিন্ন বর্ণের পনেরো শতাধিক লোক বাস করে। তিনি এই পরামর্শ অস্বীকার করেছিলেন যে তিরুভারুর সরকারি হাসপাতাল তাঁর বাড়ির কাছাকাছি ছিল। তিনি তাঁর শ্বশুরের শরীরে আঘাতের রসিদও প্রকাশ করেছিলেন এবং এই পরামর্শ অস্বীকার করেছিলেন যে তিনি জানেন না যে কীভাবে তাঁর শ্বশুরকে হত্যা করা হয়েছিল, কীভাবে তাঁর শ্বশুরের কুঁড়েঘরে আগুন দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি 'নেইকুপ্পাই গ্রামে' যাননি।

২৮) পুনর্পরীক্ষায় তিনি বলেন যে উদ্ধার হওয়া পাঁচটি কাস্তে প্রায় ১ ফুট দৈর্ঘ্যের ছিল; কিছু লম্বা বা ছোট হতে পারে। পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তির এই ধরনের বক্তব্য পিডাব্লিউ২-রাজার দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যিনি মৃত মুরুগাইয়ানের একই গ্রামের বাসিন্দা। তিনি আরও বলেন যে পিডাব্লিউ ১৩-মহালিঙ্গম এবং মানিকমের বাড়িগুলি স্কুল স্ট্রিটে অবস্থিত, একটি উত্তরমুখী এবং অন্যটি দক্ষিণমুখী এবং অর্ধেক 'ফার্লং' দূরত্বে অবস্থিত। ঘটনার সময় মানিকমের বাড়ি তালাবদ্ধ ছিল এবং লোকেরা পিডাব্লিউ১৩ মহালিঙ্গমের বাড়ি থেকে মানিকমের বাড়িতে ছুটে এসেছিল। পিডাব্লিউ ৩-রমেশের বক্তব্যও একই রকম যে রবি (এ-১) মুরুগাইয়ান এবং সিঙ্গারাভেলু (এ-২)-এর কুঁড়েঘরের ছাদে একটি টিনের পাত্র থেকে কেরোসিন ঢেলেছিল এবং কুঁড়েঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এমনকি পিডাব্লিউএস-লক্ষ্মী-মৃত ব্যক্তির স্ত্রীও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি রবি (এ-১) যিনি কেরোসিন ঢেলেছিলেন এবং সিঙ্গারাভেলু (এ-২) যিনি ম্যাচস্টিক জ্বালিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে আরও কুড়ি বা ত্রিশ জন লোক একটি দল হিসাবে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি অন্য অভিযুক্তদের নাম না নেওয়ার বিষয়টি আবেদনকারীদের ভূমিকাকে দোষমুক্ত করবে না, কারণ তাদের উপস্থিতি অন্য তিনজন রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষী অর্থাৎ পিডাব্লিউ ১-গণেশমূর্তি, পিডাব্লিউ ২-রাজা এবং পিডাব্লিউ ৩-রমেশ প্রকাশ করেছেন।

২৯) ঘটনার জায়গায় রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষিত সাক্ষীদের উপস্থিতি দুটি আদালতের সাক্ষ্যের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে। আমরা দেখতে পাই না যে এই ধরনের প্রশংসা বিকৃত বা সম্পূর্ণ অসমর্থনীয় যা বর্তমান আপিলগুলিতে হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

৩০) এটা অবিশ্বাস্য যে জামাই তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে থাকবে না, যখন তার নিজের গ্রাম প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে, সম্পূর্ণ অনুমানমূলক। পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি তার দ্বারা ব্যাখ্যা করা পরিস্থিতিতে তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে থাকবে না বলে ধরে নেওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই।

৩১) বিবৃতির প্রদর্শনী পি১-এ, পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি তার আঘাতের কথা উল্লেখ করেননি, এই যুক্তি ঘটনার সময় তার উপস্থিতিকে সন্দেহজনক করে তুলবে। একটি সম্পূর্ণ বিবৃতির প্রেক্ষাপটে পরীক্ষা করলে উল্লিখিত তথ্যটি তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি অনুসারে, ঘটনার পরপরই, তিনি নেইকুপ্পাই গ্রাম থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কুদাভাসালে যান যখন তিনি বিবৃতিটি প্রদর্শনী পি১ হিসাবে দাখিল করেন এবং তারপরে তিনি তিরুভারুর সরকারি হাসপাতালে যান। কুদাভাসাল এবং তিরুভারুর তার গ্রামের অন্য পাশে অবস্থিত।

৩২) পিডব্লিউ১৭-ডাঃ রাজুল, তিরুভারুর সরকারি হাসপাতালের একজন সহকারী সার্জন, বিকাল ৪:৩০ মিনিটে ময়নাতদন্ত করেন। এরপর, তিনি পিডব্লিউ১-গণেশমূর্তি, পিডব্লিউ২-রাজা এবং পিডব্লিউ৩-রমেশের আইনি চিকিৎসা পরীক্ষা করেন। তিনি আঘাতের রিপোর্ট প্রদর্শনী পি.১৫-পিডব্লিউ১ এর রিপোর্ট, প্রদর্শনী পি.১৬-রাজার রিপোর্ট এবং প্রদর্শনী পি.১৭-রমেশের রিপোর্ট প্রমাণ করেছেন। তিনি সাক্ষীদের দ্বারা প্রকাশিত পদ্ধতিতে আঘাতগুলি সম্ভব বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। জেরা করার সময়, তিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি তিনজন সাক্ষীর শরীরে পাওয়া আঘাতগুলির সম্ভাব্য সময় বলতে পারবেন না, তবে তিনি মত দিয়েছেন যে পরীক্ষা করার এক ঘণ্টার মধ্যে আঘাতগুলি হতে পারে। সাক্ষীদের উপস্থিতি এবং প্রতিটি অভিযুক্তের উপস্থিতির জন্য নির্ধারিত ভূমিকা যখন মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তখন আঘাতের সময় সম্পর্কে ডাক্তারের মতামত পরীক্ষার এক ঘণ্টার মধ্যে আঘাতের সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত নয়। আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে সাক্ষীদের প্রাথমিক বিবৃতির উপর একজন বিশেষজ্ঞ সাক্ষীর মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় না।

৩৩) ১৩.০৩.১৯৯৪ তারিখে বিকাল ৪.৪৫ মিনিটে নাগাপট্টিনমের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফআইআর দাখিল করা হয়েছিল, যদিও রিপোর্টটি সকাল

৯.৩০ মিনিটে পাঠানো হবে বলে বলা হয়েছিল, তবুও এই যুক্তি রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য নিয়ে সন্দেহ তৈরি করে না। যুক্তি যে উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট তিরুভারুর ছিলেন কিন্তু এফআইআরটি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, নাগাপট্টিনমের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যা দেখায় যে এফআইআরটি পূর্ব-সময়োপযোগী ছিল, তা আবার গ্রহণযোগ্য নয়। পিডাব্লিউ১৫-এইচ.সি নারায়ণন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি 'তিরুভারুর'-এ গিয়েছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আগমনের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যেহেতু, এটি ছুটির দিন ছিল, তাই তিনি বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে পৌথিরামানিকামে তাঁর বাসভবনে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফআইআর হস্তান্তর করেন। অতএব, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা এফআইআর প্রাপ্তিতে বিলম্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রপক্ষের মামলা প্রত্যাখ্যান করার ভিত্তি তৈরি করা যাবে না কারণ পিডাব্লিউ১৯-পুলিশ ইন্সপেক্টর রামকৃষ্ণনের সাক্ষ্য থেকে ঘটনার পরপরই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৩৪) পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি যে যুক্তি দিয়েছেন যে, প্রদর্শনী পি.১-এ দশজন অভিযুক্তের পিতামাতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু আদালতে তিনজন অভিযুক্তের পিতামাতার পরিচয় প্রকাশ করতে পারেননি, তা প্রমাণ করে যে, প্রথম বক্তব্যটি পূর্ব পরামর্শের পরেই দাখিল করা হয়েছিল, তা আবারও যুক্তিসঙ্গত নয়। ঘটনার পরপরই এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল যখন একই গ্রামের পিডাব্লিউ২-রাজা এবং পিডাব্লিউ৩-রমেশের বাসিন্দারা থানায় পৌঁছেছিল, 'অতএব, তিনি যে অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজনের বাবার নাম মনে করতে পারেননি তা রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মামলায় সন্দেহ তৈরি করবে না,

৩৫) এই যুক্তি যে ঘটনার স্থানটি পিডাব্লিউ ১৩-মহালিঙ্গমের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে মৃতদেহটি মানিকমের বাড়ির সামনে কাটা পড়ে ছিল এবং দ্রাবিড় কাঝাঘমের সদস্যরা দেহটি তাঁর বাড়ির বসার জায়গায় রেখে গিয়েছিলেন এবং মৃতের রক্ত মানিকমের বাড়ির বসার জায়গায় জড়ো করা হয়েছিল, আমরা দেখতে পাই যে এই ধরনের যুক্তি গ্রহণ করা যায় না

৩৬) পিডাব্লিউ৬-শঙ্করন, গ্রাম প্রশাসনিক আধিকারিক ঘটনার কথা শুনে অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং সাক্ষ্য দেন যে পিডাব্লিউ১৩-মহালিঙ্গমের বাড়ির সামনে মুরুগাইয়ানের মৃতদেহ পড়ে আছে। পিডাব্লিউ৭-কলিমালাই আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে পিডাব্লিউ১৩-মহালিঙ্গমের বাড়ি থেকে তাঁর উপস্থিতিতে এবং কুঞ্জুপিল্লাইয়ের উপস্থিতিতে রক্তমাখা মাটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। বাস্তবতা হল যে পিডাব্লিউ১৩-মহালিঙ্গম এবং মানিকমের বাড়িগুলি একই রাস্তায় এবং অর্ধেক ফার্লং দূরত্বে রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা মানিকমের বাড়িটি তালাবদ্ধ করে ফেলেছে এবং মহালিঙ্গমের বাড়ি থেকে বাসিন্দারা সেখানে ছুটে গেছে যেখানে মৃতদেহ পড়ে ছিল। এটি ব্যাখ্যা করে যে

কেন সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে মৃতদেহটি পিডাব্লিউ ১৩-এর বাড়ির কাছে পড়ে ছিল।

৩৭) বিদ্বান বিচার আদালত খুঁজে পেয়েছে যে কিছু অসঙ্গতি উপলব্ধি বা পর্যবেক্ষণের ছোটখাটো ত্রুটির কারণে বা স্মৃতিশক্তি হ্রাসের কারণে হতে পারে। এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ঘটনার ছয় বছরেরও বেশি সময় পরে সাক্ষীদের পরীক্ষা করা হয়েছিল

৩৮) এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে রাষ্ট্রপক্ষ চব্বিশজন অভিযুক্তের বিচার করেছে, কিন্তু এ-১১ এবং এ-১৬ থেকে এ-২৪-এর উপস্থিতি বিজ্ঞ বিচার আদালত দ্বারা সন্দেহ করা হয়েছিল এবং সন্দেহের সুবিধার্থে তাদের খালাস দেওয়া হয়েছিল। পাঁচজন অভিযুক্ত, এ-১০, এ-১২, এ-১৩, এ-১৪ এবং এ-আই ৫-কে আপিলের ক্ষেত্রেও সন্দেহের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। যুক্তি যে পুরো মামলাটি মিথ্যাচারের উপর ভিত্তি করে এবং তাই আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য নির্ভরযোগ্য নয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এটি ভালভাবে স্থির যে "একটিতে মিথ্যা, সর্বজনীনভাবে মিথ্যা" উক্তিটির ভারতে কোনও আবেদন নেই কারণ সাক্ষীদের বিবৃতির কিছু অংশ বিচার আদালত বা হাইকোর্ট দ্বারা গৃহীত হয়নি। গঙ্গাধর বেহেরার মামলায় এই আদালত যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে, তাতে আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"১৫. পাঞ্জাব রাজ্য বনাম জাগির সিং[৮] এবং লেহনা বনাম হরিয়ানা রাজ্য[৯] মামলাতেও একই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত আপীলকারীরা কিছু সাক্ষীর দেওয়া সাক্ষ্য গ্রহণ না করার উপর জোর দিয়েছেন, যাতে সম্পূর্ণ অভিযোগ মামলাটি বাতিল করার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে যুক্তি দেওয়া যায়। মূলত, "ফালসাস ইন উনো, ফালসাস ইন অমনিবাস" (একটি বিষয়ে মিথ্যা, সবকিছুতে মিথ্যা) নীতি প্রয়োগের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এই আবেদন স্পষ্টতই অগ্রহণযোগ্য। এমনকি যদি সাক্ষ্যের একটি বড় অংশ ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া যায়, এবং যদি অবশিষ্ট অংশ কোনও অভিযুক্তের দোষ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট হয়, তবে অন্যান্য সহ-অভিযুক্তদের মধ্যে অনেকের মুক্তি সত্ত্বেও, তার দোষী সাব্যস্তকরণ বজায় রাখা যেতে পারে। আদালতের কর্তব্য হল তুষ থেকে শস্য আলাদা করা। যেখানে তুষ শস্য থেকে আলাদা করা যায়, সেখানে অন্য অভিযুক্তদের দোষ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া গেলেও, আদালত কোনও অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। কোনও নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী বা গুরুত্বপূর্ণ বিবরণের মিথ্যাচার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটিকে নষ্ট করবে না। "ফালসাস ইন উনো, ফালসাস ইন অমনিবাস" প্রবাদটি ভারতে প্রযোজ্য নয় এবং সাক্ষীদের মিথ্যাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। "একমাত্র মিথ্যা,

---

[৮] (১৯৭৪) ৩ এসসিসি ২৭৭

[৯] (২০০২) ৩ এসসিসি ৭৬

সর্বত্র মিথ্যা" এই নীতিবাক্যটি সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি এবং এই নীতিবাক্যটি আইনের শাসনের মর্যাদাও দখল করেনি। এটি কেবল একটি সতর্কতামূলক নিয়ম। এর অর্থ হল, এই ধরনের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য উপেক্ষা করা যেতে পারে, কিন্তু উপেক্ষা করা আবশ্যক নয়। মতবাদটি কেবল সাক্ষ্যের ওজনের প্রশ্ন জড়িত করে যা একটি আদালত নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু এটি "বাধ্যতামূলক সাক্ষ্য নিয়ম" হিসাবে অভিহিত করা যায় না। (নিসার আলী বনাম ইউপি রাজ্য[১০] দেখুন) শুধুমাত্র কিছু অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস পেয়েছে বলে, যদিও তাদের সকলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হিসাবে, একই ছিল, তাই যারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তাদেরও খালাস দিতে হবে এমন কোনো প্রয়োজনীয় উপসংহার টানা যায় না। আদালত সর্বদা খালাসপ্রাপ্ত অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত হওয়া অভিযুক্তদের থেকে আলাদা করতে পারে। (গুরচরণ সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য[১১] দেখুন)। এই মতবাদটি বিশেষ করে ভারতে বিপজ্জনক, কারণ যদি সাক্ষ্যের পুরো অংশটি প্রত্যাখ্যান করা হয়, কারণ একজন সাক্ষী কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্টতই মিথ্যা বলছেন, তবে আশঙ্কা করা যায় যে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে। সাক্ষীরা একটি গল্পের অলঙ্করণ না করে থাকতে পারে না, যদিও মূল অংশে সত্য। অতএব, প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করতে হবে যে সাক্ষ্য কতটা গ্রহণযোগ্য, এবং শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে আদালত এটিকে কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করার জন্য অপর্যাপ্ত মনে করে, তাই আইনগতভাবে এটি সমস্ত ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা আবশ্যক নয়। সাক্ষ্য যত্ন সহকারে যাচাই করতে হবে। উপরোক্ত নীতিটি একটি সঠিক নিয়ম নয়, কারণ এমন কোনো সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যায় না যার সাক্ষ্যে এক বিন্দু মিথ্যা বা অন্তত অতিরঞ্জন, অলঙ্করণ বা সজ্জা নেই। (সোহরাব বনাম এমপি রাজ্য[১২] এবং উগার আহির বনাম বিহার রাজ্য[১৩] দেখুন।) উপরে উল্লিখিত হিসাবে, উপযুক্ত রূপক ব্যবহার করে, তুষ থেকে শস্য, মিথ্যা থেকে সত্য আলাদা করার চেষ্টা করতে হবে। যেখানে মিথ্যা থেকে সত্য আলাদা করা সম্ভব নয়, কারণ শস্য এবং তুষ অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেছে, এবং আলাদা করার প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা উপস্থাপিত অপরিহার্য

---

[১০] এআইআর ১৯৫৭ এসসি ৩৬৬

[১১] এআইআর ১৯৫৬ এসসি ৪৬০

[১২] (১৯৭২) ৩ এসসিসি ৭৫১

[১৩] এআইআর ১৯৬৫ এসসি ২৭৭

বিবরণগুলিকে প্রসঙ্গ এবং পটভূমি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে একটি সম্পূর্ণ নতুন মামলা পুনর্গঠন করতে হয়, সেখানে একমাত্র উপলব্ধ উপায় হল সম্পূর্ণভাবে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা। (জুইংলি এরিয়েল বনাম এমপি রাজ্য[১৪] এবং বালাকা সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য[১৫] দেখুন।) রাজস্থান রাজ্য বনাম কল্কি[১৬] তে এই আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে, সাক্ষ্যে স্বাভাবিক অসঙ্গতি হল সেইগুলি যা স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ ত্রুটি, সময়ের ব্যবধানের কারণে স্বাভাবিক স্মৃতি ত্রুটি, ঘটনার সময় মানসিক প্রবণতা যেমন ধাক্কা এবং আতঙ্কের কারণে ঘটে, এবং একজন সাক্ষী যতই সৎ এবং সত্যবাদী হোক না কেন সেগুলি সর্বদা থাকে। বস্তুগত অসঙ্গতি হল সেইগুলি যা স্বাভাবিক নয়, এবং একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। আদালতগুলিকে সেই বিভাগকে চিহ্নিত করতে হবে যেখানে একটি অসঙ্গতি শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। যেখানে স্বাভাবিক অসঙ্গতি কোনও পক্ষের মামলার বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করে না, সেখানে বস্তুগত অসঙ্গতি তা করে। এই দিকগুলি সম্প্রতি কৃষ্ণ মোচি বনাম বিহার রাজ্য[১৭] তে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান মামলায় অভিযুক্ত আপীলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিম্ন আদালতগুলি খালাসপ্রাপ্ত এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়া অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছে।

৩৯) অতএব, সাক্ষীদের সম্পূর্ণ সাক্ষ্য কেবল বাতিল করা যাবে না কারণ, কিছু দিক থেকে, বিবৃতির কিছু অংশ বিশ্বাস করা হয়নি।

৪০) রাম লক্ষ্মণের মামলায় আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা উল্লিখিত রায়টি বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ সেই ক্ষেত্রে আদালত সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে নির্ভরযোগ্য এবং অবিশ্বস্ত বলে মনে করেছিল যাতে কিছু অভিযুক্তকে সুবিধা প্রদান করা যায় এবং অন্যদের দোষী সাব্যস্ত করা যায়। আদালত লক্ষ্য করেছে যে "একটিতে মিথ্যা, সবগুলিতে মিথ্যা" উক্তিটি প্রযোজ্য নয়। অতএব, সাক্ষী যদি নির্ভরযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য হয় তবে পুরো বিবৃতিটি বাতিল করা যায় না।

৪১) একইভাবে, নৌশাদের স্বাচ্ছন্দ্যে আদালত জানতে পেরেছিল যে পি. ডব্লিউ. ১১-এর বিবৃতি যে তিনি ঘটনাটিকে অনেক নির্ভুলতার সাথে প্রত্যক্ষ করেছেন যে কোন অভিযুক্ত তার ভাইকে কোন অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করেছিল তা বলা যায় না। আবার, সুরজ মলের মামলায়, আদালত ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের বিধান

---

[১৪] এআইআর ১৯৫৪ এসসি ১৫

[১৫] (১৯৭৫) ৪ এসসিসি ৫১১

[১৬] (১৯৮১) ২ এসসিসি ৭৫২

[১৭] (২০০২) ৬ এসসিসি ৮১

অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বৈধতা পরীক্ষা করছিল। এটি পাওয়া গেছে যে দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের প্রমাণ অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য ছিল, যখন এই ধরনের প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে খালাস দেওয়া হয়েছিল এবং অন্য অভিযুক্তকে নয়।

৪২) এই সমস্ত রায় আদালত কর্তৃক পরীক্ষা করা তথ্যগুলিতে সাক্ষীদের প্রমাণের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। প্রমাণের মূল্যায়নের সাধারণ নীতি হল যে সাক্ষীদের প্রমাণের কিছু অংশ মিথ্যা প্রমাণিত হলেও, সাক্ষীর পুরো সাক্ষ্য বাতিল করা যায় না।

৪৩) রবি (এ-১)-এর প্রকাশের বিবৃতির ভিত্তিতে পাঁচটি আরুভাল (কাস্তে) উদ্ধার করা হয়েছে এই যুক্তিটি প্রকৃতপক্ষে সঠিক নয়। প্রদর্শনী পি.৬ রবি (এ-১)-এর একটি প্রকাশ বিবৃতি, যেখানে, প্রদর্শনী পি৮ মোহন (এ-১০), সুব্বাইয়ান (এ-২১), এন. রাজমাণিকম (মারা গেছেন), সন্থানম (এ-২২) এবং কান্নন (এ-২৪)-এর একটি প্রকাশ বিবৃতি।

৪৪) এই ধরনের প্রকাশের বিবৃতিগুলির উপস্থিতিতে, প্রদর্শনী পি৭ হিসাবে একটি সাধারণ 'পুনরুদ্ধারের স্মারকলিপি' প্রস্তুত করা হয়েছিল। অতএব, এটি কোনও অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি নয় যা ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের দিকে পরিচালিত করেছিল, বরং অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যের ভিত্তিতে একটি সাধারণ পুনরুদ্ধারের স্মারকলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল। ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্র পুনরুদ্ধারের এই জাতীয় সাধারণ মেমো রাষ্ট্রপক্ষ গল্পে সন্দেহ তৈরি করতে পারে না।

৪৫) কুডাবাসালে ডাক্তারের অনুপস্থিতির যুক্তিটি ডিডাব্লিউ৪-বালাকুমারভেলুর বক্তব্যের দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে, এই যুক্তিটিও গ্রহণযোগ্য নয়। ডিডাব্লিউ৪-বালাকুমারভেলু কুডাবাসাল সরকারি হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ঘটনার তারিখে ডাক্তাররা ডিউটিতে ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ডাক্তার গীতা সকাল ৭:৩০ থেকে আউট-পেশেন্ট ওয়ার্ডে ডিউটিতে ছিলেন। সেদিন বিকাল ৩:০০ থেকে ৫:০০ পর্যন্ত আউট-পেশেন্ট ওয়ার্ডে কোনো ডিউটি ছিল না। রেকর্ড অনুসারে, কুডাবাসাল গ্রামটি তিরুভারুরের পথে পড়ে এবং যেহেতু ডাক্তার উপলব্ধ ছিলেন না, তাই আহতদের তিরুভারুর সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা করা হয়েছিল। পিডাব্লিউ১৭-ডাক্তার রাজুলের সাক্ষ্য এই ভিত্তিতে প্রশ্ন করা হয়নি যে কুডাবাসাল হাসপাতালে ডাক্তার উপলব্ধ ছিলেন এবং সেখানেও আঘাতগুলি পরীক্ষা করা উচিত ছিল। সাক্ষীকে শুধুমাত্র এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে তিনি পরীক্ষা করার এক ঘণ্টার মধ্যে আঘাতগুলি হতে পারে। আঘাতের সম্ভাবনা একটি মতামত, যা ১৩.৩.১৯৯৪ এর সেই দুর্ভাগ্যজনক সকালে আঘাত পাওয়ার বিষয়ে সাক্ষীর প্রাথমিক বক্তব্যকে খণ্ডন করতে পারে না।

৪৬) রাষ্ট্রপক্ষ রবি (এ-১) এবং সিঙ্গারাভেলু (এ-২)-এর সক্রিয় ভূমিকা প্রমাণ করেছে। মুরুগাইয়ানকে পিটিয়ে হত্যাকারী ভিড়ের অংশ হিসাবে ঘটনার সময় অন্যান্য অভিযুক্তদের উপস্থিতিও প্রমাণিত হয়েছে। মৃতের দেহের অংশগুলিতে শারীরিক বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। ঘটনার পরপরই নথিভুক্ত প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে আপিলকারীদের উপস্থিতি প্রকাশ করা হয়েছিল। অতএব, অভিযুক্ত-আবেদনকারীদের মিথ্যাভাবে জড়িত করার কোনও কারণ নেই। এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে আপিলকারীরাও অনগ্রসর শ্রেণীর হিন্দু। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী পিডাব্লিউ১-গণেশমূর্তি, পিডাব্লিউ২-রাজা এবং পিডাব্লিউ৩-রমেশ স্পষ্টভাবে প্রতিটি আপিলকারীর ভূমিকা সংজ্ঞায়িত করেছেন যা মুরুগাইয়ানের জীবন কেড়ে নিয়েছে। এই বিবৃতিটি পিডাব্লিউ৫-লক্ষ্মী দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে এটি রবি (এ-১) এবং সিঙ্গারাভেলু (এ-২) যিনি কুড়িজন অন্যান্য ব্যক্তির সাথে যথাক্রমে কেরোসিন ঢেলেছিলেন এবং অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়েছিলেন। অতএব, সমস্ত আপিলকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ রেকর্ডে প্রমাণিত হয়েছে।

৪৭) আমরা এই যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না যে সমস্ত আবেদনকারীদের, পিডাব্লিউএস-লক্ষ্মীর দ্বারা রবি (এ-১) এবং সিঙ্গারাভেলু (এ-২) ছাড়া অন্য আবেদনকারীদের উপর একটি ওভারট্যাক্টের অনুপস্থিতিতে, সাধারণ উদ্দেশ্য রয়েছে বলে বলা যায় না। এমনকি পিডাব্লিউএস-লক্ষ্মীও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে রবি (এ-১) এবং সিঙ্গারাভেলু (এ-২)-এর সাথে আরও কুড়িজন লোক ছিল। যদিও তিনি অন্যান্য অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করেননি, তবে অন্যান্য অভিযুক্তদের নাম বিশেষভাবে পিডাব্লিউ-১ গণেশমূর্তি, পিডাব্লিউ-২-রাজা এবং পিডাব্লিউ-৩-রমেশ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, যা স্পষ্টভাবে দেখায় যে সমস্ত অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তির কুঁড়েঘরে আক্রমণ করতে একটি দল হিসাবে এসেছিল এবং তারপর তার জীবন নিয়েছিল।

৪৮) আপিলকারীদের আইনজীবীর উপর নির্ভর করে জোসেফের মামলায় আদালত রায় দেয় যে, যদি রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তদের মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব উন্নত করতে সফল হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সাধারণ উদ্দেশ্যের মামলা পরিচালনা করে এবং জানতে পারে যে মৃত্যু ঘটতে পারে, তাহলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে ১৪৯ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হবে। আদালত নিম্নরূপ রায় দেয়:

"১১.৩ প্রতিটি ক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল অপরাধটি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য করা হয়েছিল কিনা তা খুঁজে বের করা বা এমন একটি অপরাধ যা সদস্যরা জানতেন যে সম্ভবত সংঘটিত হতে পারে। একবার আদালত জানতে পারে যে আইপিসি ধারা ১৪৯-এর উপাদানগুলি পূরণ হয়েছে, সেই অপরাধ করার সময় যে ব্যক্তি বিধানসভার সদস্য ছিলেন তাকে সেই অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। এই ধরনের সিদ্ধান্তের পর, আদালতের কাছে এটি দেখার

সুযোগ থাকবে না যে আসলে কে আক্রমণাত্মক কাজটি করেছে এবং আদালতের কাছেও এটি প্রমাণ করার সুযোগ থাকবে না যে মামলার কোন সদস্য উপরের দুটি উপাদানের মধ্যে কোনটি করেছে। আইপিসি ধারা ১৪৯ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করার আগে, আইপিসি ধারা ১৪১ এর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৪৯) উপরোক্ত মামলায়, আদালত রায় দিয়েছে যে, বেআইনি সমাবেশের সদস্যদের মৃত ব্যক্তির হত্যার পেছনে আসলেই কোন অভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল কিনা, তা প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই সদস্যদের ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রকৃতি, মৃত ব্যক্তির উপর ঐ সদস্যদের দ্বারা আক্রমণের ধরণ ও ক্রম এবং ঘটনাটি যে পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছিল, তা হল অভিযুক্তের অভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল কিনা তা নির্ধারণের বিষয়। প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি থেকে এটি অনুমান করা যায়। আদালত রায় দিয়েছে যে, কেনেডি হত্যার পেছনে অভিযুক্ত ১ থেকে ১১ জনের কোন অভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল কিনা তা প্রমাণ করার জন্য কোনও প্রমাণ নেই যা তাদের সকলকে অভিন্ন উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছিল।

৫০) নাজাভাইয়ের মামলায়, অভিযুক্তদের মধ্যে খুনের কোনও সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল বলে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কারণ অভিযুক্ত নং ১ আপিলকারীর বাড়ির কাছে বিদ্যুতের খুঁটির ক্ষতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। দলগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী কোনও শত্রুতা থাকার ইঙ্গিত দেওয়ার মতো রেকর্ডে কিছুই নেই। এই রায় আবারও হাতে থাকা মামলার প্রমাণের মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে।

৫১) গঙ্গাধর বেহেরার ক্ষেত্রে, আইপিসির ১৪১ ধারা বিবেচনা করার সময়, এটি বলা হয়েছিল যে সাধারণ উদ্দেশ্য কোনও সাধারণ উদ্দেশ্য নয় কারণ একটি বেআইনী সমাবেশে নিছক উপস্থিতি কোনও ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ করতে পারে না যদি না কোনও সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে এবং তিনি সেই সাধারণ উদ্দেশ্য দ্বারা সক্রিয় হন। সাধারণ উদ্দেশ্যটির জন্য আক্রমণের আগে একটি পূর্ববর্তী কনসার্ট এবং একটি সাধারণ, মনের বৈঠকের প্রয়োজন হয় না। যদি পাঁচটি বা ততোধিক সভা সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাজ করে তবে প্রত্যেকেরই একই উদ্দেশ্য থাকে তবে এটি যথেষ্ট। একটি সমাবেশের "সাধারণ উদ্দেশ্য" এটি রচনাকারী সদস্যদের কাজ এবং ভাষা থেকে এবং আশেপাশের সমস্ত পরিস্থিতির বিবেচনা থেকে নির্ধারণ করা হয়। আদালত এই আবেদনটি বিবেচনা করার সময় যে অভিযুক্তদের নির্দিষ্ট ভূমিকা এবং তাই ধারা ১৪৯ প্রযোজ্য নয় তা গ্রহণ করা হয়নি। এটি এর অধীনে বিবেচিত হয়।

২৫) অন্য যে যুক্তিটি যে অভিযুক্তের উপর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আরোপ করা হয়নি এবং তাই ১৪৯ ধারা প্রযোজ্য নয়,

তা অগ্রহণযোগ্য। মসলতি মামলায়[১৮] এই আদালতের চার বিচারপতির বেঞ্চ "নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ (এআইআর পৃ. ২১০, অনুচ্ছেদ ১৫)

"১৫. তারপর অনুরোধ করা হয় যে, সাক্ষীদের দেওয়া প্রমাণ একই অভিন্ন প্যাটার্নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যেহেতু সমস্ত হামলাকারীদের জন্য কোনও নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করা হয়নি, তাই সেই প্রমাণ গ্রহণ করা উচিত ছিল না। এই সমালোচনা আবার সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। যেখানে বেআইনি সমাবেশের সদস্য হামলাকারীদের একটি দল বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য অনুসরণ করে হত্যার অপরাধ করতে এগিয়ে যায়, সাক্ষীদের পক্ষে প্রায়শই প্রত্যেক আক্রমণকারীর ভূমিকা সঠিকভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও, যদি বিপুল সংখ্যক অস্ত্রধারী ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিকারদের উপর হামলা চালায়, তবে তাদের সকলকে প্রকৃত আক্রমণে অংশ নেওয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান ক্ষেত্রে, বেআইনি সমাবেশের বিভিন্ন সদস্যদের দ্বারা বেশ কয়েকটি অস্ত্র বহন করা হয়েছিল, তবে মনে হয় যে বন্দুকগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এটি ৫ জনকে হত্যা করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই ক্ষেত্রে, এটি যুক্তি দেওয়া অযৌক্তিক হবে যে যেহেতু বেআইনী সমাবেশের সদস্যদের দ্বারা বহন করা অন্যান্য অস্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয়নি, তাই উক্ত অস্ত্র সম্পর্কিত গল্পটি নিজেই প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এই ধরনের জটিল মামলায় প্রমাণের প্রশংসা করা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ; তবে ফৌজদারি আদালতগুলিকে এই ধরনের মামলাগুলি মোকাবেলায় যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং প্রমাণগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা এবং এর কোন অংশটি সত্য এবং কোনটি নয় তা নির্ধারণ করা তাদের কর্তব্য।

২৬) লালজি বনাম ইউ. পি. রাজ্যের[১৯] ক্ষেত্রেও একই প্রভাব দেখা গেছে। "এটি লক্ষ্য করা গেছে যেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৪৪১, অনুচ্ছেদ ৮)

"বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য সমাবেশের প্রকৃতি, তাদের দ্বারা ব্যবহৃত অস্ত্র এবং ঘটনা স্থলে বা তার আগে সমাবেশের আচরণ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতি থেকে অনুমান করা একটি অনুমান।"

২৭. ইউ.পি. বনাম দান সিং[২০] মামলায় দেখা গেছে যে, বেআইনি সমাবেশের কোন সদস্য কোন কাজটি করেছেন তা প্রমাণ করা রাষ্ট্রপক্ষের জন্য আবশ্যক নয়। লালজির

---

[১৮] এআইআর ১৯৬৫ এসসি ২০২

[১৯] (১৯৮৯) ১ এসসিসি ৪৩৭

[২০] (১৯৯৭) ৩ এসসিসি ৭৪৭

মামলার উল্লেখ করা হয়েছিল যেখানে দেখা গেছে যে (এস. সি. সি পৃ. ৪৪২, অনুচ্ছেদ ৯)

"যদিও প্রকাশ্য কাজ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরাধমূলক ব্যক্তির সাধারণ উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করতে পারে, বেআইনি সমাবেশে নিছক উপস্থিতি ধারা ১৪৯-এর অধীনে পরোক্ষভাবে ফৌজদারি দায়বদ্ধতাকে দৃঢ় করতে পারে।"

২৮) উপরে উল্লেখিত অবস্থান থেকে, আমরা এই যুক্তির কোনও সারবস্তু খুঁজে পাই না যে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য ১৪৯ ধারা প্রয়োগের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। কামাক্ষা রায় মামলায় করা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে, এটি লক্ষণীয় যে উক্ত মামলার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতিতে দেওয়া হয়েছিল। রায়ের শব্দগুলিকে আইনসভার শব্দ হিসাবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে সর্বদা বিপদ থাকে এবং মনে রাখতে হবে যে বিচারিক বক্তব্যগুলি একটি নির্দিষ্ট মামলার তথ্যের বিন্যাসে তৈরি করা হয়। পরিস্থিতিগত নমনীয়তা, একটি অতিরিক্ত বা ভিন্ন তথ্য দুটি মামলার সিদ্ধান্তের মধ্যে বিশাল পার্থক্য তৈরি করতে পারে (পদ্ম সুন্দর রাও বনাম স্টেট অফ টি.এন.[২২] দেখুন)। এটি এমন একটি ক্ষেত্রে আরও সত্য যেখানে সিদ্ধান্তগুলি একটি ফৌজদারি বিচারে প্রমাণের মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত, যেমনটি কৃষ্ণ মোচি মামলায় দেখা গেছে।"

৫২) সঞ্জীব কুমারের ক্ষেত্রে, ধারা ১৪৯-এর সহায়তায় ধারা ৩০২-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, যখন দেখা গিয়েছিল যে হত্যার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, তবে কেবল মৃত এবং অন্যান্য প্রতিযোগীদের নির্বাচন থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। এটি বলা হয়েছিল যে এটি অস্বীকার করা যায় না যে হত্যার সাধারণ উদ্দেশ্যটি 'মুহূর্ত, -এর উদ্দীপনায় উদ্ভূত হতে পারে।

৫৩) গঙ্গাধর বেহেরার প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে যে, কোনও রায়ের শব্দগুলিকে কোনও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শব্দ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। মনে রাখতে হবে যে, বিচার বিভাগীয় আদেশগুলি পৃথক মামলার তথ্যের প্রেক্ষাপটে তৈরি করা হয়। একটি অতিরিক্ত বা ভিন্ন পরিস্থিতিগত নমনীয়তা, দুটি মামলার সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারে, তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিযুক্তের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল কিনা তা সেই নির্দিষ্ট জি মামলার তথ্যের সমষ্টিগত প্রভাবের উপর নির্ভর করবে,

৫৪) বর্তমান মামলায়, নীচের উভয় আদালতই দেখেছেন যে মৃত ব্যক্তির কুঁড়েঘর পুড়িয়ে দেওয়া

---

[২১] (১৯৯৯) ৮ এসসিসি ৭০১

[২২] (২০০২) ৩ এসসিসি ৫৩৩

এবং মৃত ব্যক্তির উপর আরুভাল (কাস্তে) দিয়ে আক্রমণ করায় আপিলকারীদের অভিন্ন আপত্তি রয়েছে, কারণ বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ভূমিকা ছিল। 'অতএব, রবি (এ-১) এবং সিঙ্গারাভেলু (এ-২) ব্যতীত অন্য আবেদনকারীদের আইপিসি ধারা ১৪৯-এর সাথে পঠিত ধারা ৩২৬-এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য আলাদাভাবে বিবেচনা করা যাবে না কারণ সমস্ত অভিযুক্ত বেআইনী সমাবেশের অংশ ছিল যা' ১৩.০৩.১৯৯৪ '-এর দুর্ভাগ্যজনক সকালে খুনের আক্রমণে মৃতের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

৫৫) ফলস্বরূপ, আমরা বর্তমান আপিলগুলিতে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না এবং সেগুলি খারিজ করা হয়।

'আপিলকারীরা জামিনে রয়েছেন। সাজা ভোগের জন্য তাঁরা চার সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণ করবেন।

দিব্যা পান্ডে আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu